উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চেয়ারম্যান প্রার্থীগণের তথ্য প্রকাশ

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক **(১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)**

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৪ প্রথম পর্যায়ে ১০২টি উপজেলার জন্য নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে চতুর্থ উপজেলা নির্বাচন-২০১৪ এর কার্যক্রম। এ পর্যন্ত চার দফায় সর্বমোট ৩৯৪টি উপজেলার তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১০২টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১১৭টি, তৃতীয় পর্যায়ে ৮৩টি এবং চতুর্থ পর্যায়ে ৯২টি উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলেও সীমানা জটিলতার কারণে রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া ও পীরগাছায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়। পীরগঞ্জের ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আর একদফা তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট উপজেলা সমূহের নির্বাচন আগামী ৩১ মার্চ-২০১৪ এর মধ্যেই সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করেছে নির্বাচন কমিশন।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, প্রথম পর্যায়ে ৯৭টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রংপুরের পীরগঞ্জে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি-২০১৪। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সর্বমোট ১ হাজার ৭২৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন; যার মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৬৯০ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৬৫৬ জন এবং নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩৮০ জন। চূড়ান্তভাবে ৯৮টি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে ৪৩২ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৫১৩ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩২৯ জন অর্থাৎ তিনটি পদে সর্বমোট ১ হাজার ২৭৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা আগামী ১৯ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠেয় ৯৮টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে শুধুমাত্র উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ করছি। সময়াভাবে আমরা প্রথম পর্যায়ের সকল প্রার্থীর তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারিনি। গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৪ প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের এবং ৩ ফেব্রুয়ারি প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ঘোষিত হলেও আমরা সুজনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে অনুরোধ করেও সকল উপজেলার প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। তথ্যসমূহ ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য লিখিত অনুরোধ জানালেও পত্র-পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে খবর প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়নি। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিকেলের দিকে ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করা হলেও ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের ৩১টি উপজেলার তথ্য আমরা পাইনি। গতকাল পর্যন্ত পাওয়া যায়নি সিলেটের জৈন্তাপুর ও হাটহাজারী উপজেলার তথ্য। উল্লেখ্য, সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার ও সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট জনাব জেড আই খান পান্না-এর পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, অন্য চারজন নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনের সচিবকে পৃথক পৃথকভাবে উপজেলা নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রদত্ত হলফনামার তথ্য প্রকাশ ও প্রচার না করার জন্য কেন তাঁদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হবে না, সে মর্মে লিগাল নোটিশ দেয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন নিজেরাই যদি নির্বাচনী বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতো, তবে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন জটিলতা হওয়ার কথা ছিল না। নির্বাচন কমিশনের **চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়াল** এর চতুর্থ অধ্যায়ে হলফনামার কপি সরবরাহ ও হলফনামার তথ্যাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে বর্ণনাসমূহ নিম্নরূপ:

''**৩। হলফনামাসহ ফটোকপি সরবরাহ:** প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের সাথে ০৩ কপি করে হলফনামা, নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, আয়কর রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি মূল কপি ও ০২টি ফটোকপি হলেই চলবে। সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থীকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে। উক্ত তিন কপির মধ্যে এক কপি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দেবেন এবং এক কপি সংরক্ষিত রাখতে হবে, যাতে এনজিও বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে ফটোকপি করে নেয়ার জন্য তা প্রদান করা যায়। এনজিও, সংবাদ মাধ্যম বা অন্য যে কোন ব্যক্তি এরূপ ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বে ফটোকপি করবেন অথবা ফটোকপির খরচ নিজেরাই বহন করবেন।

৪। হলফনামার তথ্যাবলী প্রচার: প্রার্থীদের কাছে হতে হলফনামার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি রিটার্নিং অফিসারকে ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করতে হবে, যাতে ভোটারগণ প্রার্থীদের যাবতীয় তথ্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে পারেন। প্রার্থীর হলফনামার মাধ্যমে দাখিলকৃত তথ্যাদি লিফলেট আকারে ভোটারদের মাঝে প্রচার করতে হবে। লিফলেট উপজেলার হাটবাজারে বা অন্য জনাকীর্ণ স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারবে। এক্ষেত্রে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। সংবাদ মাধ্যমসহ বিভিন্ন এনজিও এরূপ প্রচারের বিষয়ে আগ্রহী হতে পারে। তাদের কাছে এ তথ্য লভ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে যে দিন যে প্রার্থী মনোনয়পত্র দাখিল করবে, সম্ভব হলে সে দিনই সে প্রার্থীর তথ্যাদি প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রয়োজনে সিডির মাধ্যমেও তথ্যাদি কপি করে দেয়া যেতে পারে। এসব তথ্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটেও প্রকাশ করা হবে।''

আমাদের প্রত্যাশা একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী জনস্বার্থের দিকটি বিবেচনায় রেখে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে প্রার্থীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্যাদি দাখিলের সাথে সাথেই **সরবরাহ,** যতদ্রুত সম্ভব **ওয়েবসাইটে প্রকাশ** এবং ভোটাররা যাতে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সে লক্ষ্যে তথ্যসমূহ **ভোটারদের মাঝে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।**

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, অতীত এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা, নিজের এবং নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় এবং অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য এবং আয়কর সংক্রান্ত তথ্য জমা দিয়েছেন। প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা ৯৬টি উপজেলার ৪২৮জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। এতে কোন ধরনের প্রার্থীরা আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এ সম্পর্কে যেমন ধারণা পাওয়া যাবে, পাশাপাশি প্রার্থীদের সম্পর্কে জানার ব্যাপারে ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৭৮ (১৮.২২%)	৫০ (১১.৬৮%)	৭৫ (১৭.৫২%)	১৩৭ (৩২.০১%)	৮৩ (১৯.৩৯%)	৫ (১.১৭%)	৪২৮	৯৬টি উপজেলার চেয়াম্যান প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

- শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (২২০ জন বা ৫১.৪০%) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর।
- ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ এসএসসি বা তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর হার ২৯.৯০% (১২৮ জন)।
- বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের অধিকাংশ উচ্চ শিক্ষিত হলেও, এসএসসি'র চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ৭৮ জন (১৮.২২%) প্রার্থী রয়েছেন।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৯০ (২১.০৩%)	২২১ (৫১.৬৪%)	৩৩ (৭.৭১%)	৩০ (৭.০১%)	১১ (২.৫৭%)	১৫ (৩.৫%)	২৮ (৬.৫৪%)	৪২৮	৯৬টি উপজেলার চেয়াম্যান প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

- ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের পেশা (৫১.৬৪% বা ২২১ জন) ব্যবসা। কৃষির সঙ্গে জড়িত ২১.০৩% (৯০জন)।
- ২৮ জন প্রার্থী (৬.৫৪%) পেশার কথা উল্লেখ করেননি।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১২২ (২৮.৫০%)	১৪৮ (৩৪.৫৭%)	৫৭ (১৩.৩১%)	১৫ (৩.৫০%)	৩৩ (৭.৭১%)	২ (০.৪৬%)	৪২৮	৯৬টি উপজেলার চেয়াম্যান প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

- ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২২ জনের (২৮.৫০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১৪৮ জনের (৩৪.৫৭%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমানে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৫৭ জন (১৩.৩১%)।
- ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৩০৬ জন (৭১.৪৯%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা নেই এবং অতীতে ২৮০ জন (৬৫.৪২%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা ছিল না।
- ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জনের (৩.৫০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা মামলা রয়েছে, অতীতে ছিল ৩৩ জনের (৭.৭১%) বিরুদ্ধে এবং ২ জনের (০.৪৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে অর্থাৎ উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে বা ছিল।
- প্রার্থীদের বর্তমান মামলার চেয়ে অতীত মামলা বেশি।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১৩২ (৩০.৮৪%)	১৫৭ (৩৬.৬৮%)	৯৬ (২২.৪২%)	১১ (২.৫৭%)	৩ (০.৭০%)	৬ (১.৪০%)	২৩ (৫.৩৭%)	৪২৮	৯৬টি উপজেলার চেয়াম্যান প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

- ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম আয় করেন ১৩২ জন (৩০.৮৪%) প্রার্থী।
- বাৎসরিক ১ কোটি টাকার বেশি আয় করেন ৬ জন (১.৪০%) প্রার্থী।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রার্থীর (২৮৯ জন বা ৬৭.৫২%) বাৎসরিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৬৫ (১৫.১৮%)	১৭৭ (৪১.৩৫%)	৭৬ (১৭.৭৫%)	৪৪ (১০.২৮%)	৫২ (১২.১৪%)	৯ (২.১০%)	৫ (১.১৬%)	৪২৮	৯৬টি উপজেলার চেয়াম্যান প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত

- ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫.১৮% (৬৫ জন) এর সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম।
- ৪২৮ জনের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৬১ জন (১৪.২৫%)। এর মধ্যে ৫ কোটি টাকার বেশি সম্পদের অধিকারী ৯ জন (২.১০%) প্রার্থী।
- অনেক প্রার্থীই সম্পদের মূল্য উল্লেখ না করায় আর্থিক মূল্যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে বর্তমান বাজারমূল্য উল্লেখ না করার কারণেও সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা যায়নি।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
২২ (৫.১৪%)	২২ (৫.১৪%)	৫ (১.১৬%)	৪ (০.৯৩%)	৬ (১.৪০%)	৩ (০.৭০%)	৬২ (১৪.৪৮%)	৪২৮	৩৬৬ জন (৮৫.৫১%) প্রার্থী ঋণ গ্রহীতা নন।

- ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬২ জন (১৪.৪৮%) ঋণ গ্রহীতা।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৬৬ জনেরই (৮৫.৫১%) কোনো ঋণ নেই।
- কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা ৯ জন (২.১০%)। এর মধ্যে ৫ কোটির টাকার উপরে ঋণ রয়েছে ৩ জন ((০.৭০%) প্রার্থীর।
- ঋণ গ্রহণকারী ৬২ জনের মধ্যে কোটি টাকার উপর ঋণ গ্রহণকারীর হার ১৪.৫১% (৯ জন)।

আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্যঃ

৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট আয়কর প্রদানকারী	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৭১ (১৬.৫৮%)	৫ (১.১৬%)	৯ (২.১০%)	৪ (০.৯৩%)	১০ (২.৩৩%)	২ (০.৪৬%)	২ (০.৪৬%)	১০৩ জন (২৪.০৬%)	৪২৮	

- ৪২৮ জন প্রার্থীর মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার ২৪.০৬% (১০৩ জন)।
- ৫০০০.০০ টাকার চেয়ে কম আয়কর প্রদান করেন ৭১ জন (১৬.৫৮%) প্রার্থী।

- লক্ষাধিক টাকার উপর আয়কর প্রদান করেন ১৪ জন (৩.২৭%)। এর মধ্যে ৫ লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ২ জন (০.৪৬%) এবং ১০ লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ২ জন (০.৪৬%)।

আমরা অতীতের মত গণমাধ্যমের সহযোগিতায় প্রার্থীদের তথ্যসমূহ জনগণ তথা ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি। কিন্তু প্রকাশিত তথ্যগুলোর মাধ্যমে প্রার্থীদের ধরন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও উপজেলাভিত্তিক প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই তথ্য ভোটার তেমন কাজে আসবে না। এজন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী প্রার্থীদের তথ্যসমূহ নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে উপজেলাভিত্তিকভাবে ভোটারদের জ্ঞাতার্থে লিফলেট আকারে তুলে ধরা হলে, ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন। সীমিত সাধ্যের কারণে সুজনের পক্ষ থেকে এই কাজটি আমরা ব্যাপকভাবে করতে পারছি না। যে সকল উপজেলায় সকল প্রার্থীকে একমঞ্চে এনে জনগণের মুখোমুখি করা হচ্ছে, সেইসকল উপজেলায় শুধুমাত্র চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যসমূহ আমরা ভোটারদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি। আমরা আশা করছি নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের তথ্যসমূহ প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে তথ্যসমূহ প্রচারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে প্রার্থীদের পোস্টার ছাপানো ও প্রজেকশন মিটিং-এর আয়োজনের বিধান নির্বাচনী আইনে সন্নিবেশিত করবে। একই সঙ্গে ব্যানার লাগানো, পোস্টার ছাপানো, মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন থেকে প্রার্থীদের বিরত রাখার বিধান করা হলে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় অনেক কমানো সম্ভব হবে। ফলে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত কম সম্পদের অধিকারী ভালো মানুষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, বিধি বিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন প্রার্থী সংখ্যা কমে যাচ্ছে, অপরদিকে ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিধিও ছোট হয়ে আসছে। বিষয়টি স্থানীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চার পরিবেশকেও বিঘ্নিত করছে। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এক একটি উপজেলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেও একক প্রার্থী নির্ধারণের জন্য রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থীতা প্রত্যাহরের জন্য কোন কোন প্রার্থীকে চাপ দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার শামিল, যা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন। কোন কোন রাজনৈতিক দল থেকে তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে। প্রক্রিয়াটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক; তবে তা এই নির্বাচনের জন্য নয়। গণতন্ত্রের এই চর্চা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে করা উচিত বলে আমরা মনে করি। আর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনও যদি আমরা দলভিত্তিকভাবে করতে চাই তবে সেক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করেই তা করা বাঞ্চণীয়। তবে এই নির্বাচন নির্দলীয় হওয়াই জনস্বার্থের দিক থেকে কল্যাণকর।

আমরা মনে করি সকল রাজনৈতিক দলের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান মেনে চলা একান্ত জরুরি। কেননা রাজনৈতিক দল কর্তৃক যেখানে আইন লঙ্ঘিত হয়, সেখানে গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা সুদূর পরাহত।

পরিশেষে সুজনের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান অনুগ্রহ করে উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিন এবং আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে নির্দলীয়ভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়টি নিশ্চিত করুন, যাতে যে কোনো নাগরিক অবাধে এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারে।

আমাদের প্রত্যাশা, জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য নিশ্চয়ই এমন কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যা বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে গুণগত পরিবর্তন আনবে।

তথ্যসূত্র: বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd). তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:
www.votebd.org